বিবিধ কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

ছুটী

শুনিয়া ছুটীর কথা কুঠীয়াল যত।
গালে হাত চিৎপাত প্রাণ ওষ্ঠাগত॥
বিশেষতঃ দূরবাসী পাড়াগেঁয়ে যারা।
দম্ ফেটে সারা হয় মারা যায় তারা॥
ধরিয়াছে ছট্‌ফটি যায় মাত্র কুঠী।
বারো মাস কষ্ট ভুগে অষ্ট দিন ছুটী॥
বাটী আসা আশা মনে কত দিন জাগে।
পূরাবে মনের সাধ কত অনুরাগে॥
কে করে বাজার হাট মুখে নাই রব।
আট দিন ছুটী শুনে কাঠ হলো সব॥
পড়িল মাথায় বাড়ি বাড়ীর ব্যাপারে।
আর কারো বাড়ী নাই কমী একেবারে॥
চোখে দেখে অন্ধকার হারাইল দিশে।
যেতে যেতে আশা যায় আসা যায় কিসে॥
যাব বটে রব নাকো পূরিবে না আশা।
শ্রীপদে প্রণামী দিয়া সুধুমুখে আসা॥
কারো কারো ভাগ্যে হবে মিছে ছুটাছুটি।
যেতে যেতে পথে পথে ছুটে যাবে ছুটী॥
নাহি রবে প্রবাসে নিবাসে নহে যোগ।
হরিশ্চন্দ্র রাজার যেমন স্বর্গভোগ॥
দেবতা ব্রাহ্মণ মেনে হয় লুটালুটি।
কুঠী গিয়া দুঃখে করে মাথা কুটাকুটি॥
একদৃষ্টে আছে কেহ নয়ন মেলিয়া।
থেকে থেকে হাঁফ ছাড়ে নিশ্বাস ফেলিয়া॥
কেহ বলে বাপ কত করিয়াছি পাপ।
সর্ব্বনাশ হোক্ ব'লে কেহ দেয় শাপ॥
কলমের সহ নাকি যোগ করে কালি।
ভেবে ভেবে কালি হয় বলে কোথা কালী॥

BANGLADARSHAN.COM

হায় হায় এই ভাগ্যে ছিল কি আমার।
ও মা দুর্গে ঘোর দুর্গে ফেলিলে এবার॥
তোমার পূজার কালে ঘটিল প্রমাদ।
বিফল হইল সব বছরের॥
তবে বল দয়াময়ি বেঁচে কিবা সুখ ?
দেখিতে পাব না আর স্ত্রী পুত্রের মুখ॥
বুঝিতে না পারি কিছু বিশেষ কারণ।
কঠিন করিলে কেন কোম্পানীর মন॥
বিলাতী বণিক্ যত এতে নয় মেল।
মেল মেল বলে সবে করেছে মেল॥
সে মেলে সে মেলে কি না আসে যে ফিমেল।
মেল হয়ে এবার কি পাব না ফিমেল ?
ফিমেল রাজ্যের কর্ত্রী এই দেশ তাঁর।
অতএব মেলের কি ধারি বল ধার ?
কেহ বলে মেলের কি দোষ আছে তাতে।
পড়েছে রাজ্যের ভার পিসীমার হাতে॥
সাহস ভরসা নাই দৃশ্য বটে নর।
কোন দিকে ছোটে নন ছোট গর॥
ছোট বড় দুই তুল্য কেহ নয়।
একজন বনবিবি আর জন ঘুষ॥
কেহ কয় শুন ভাই আমার বচন।
বড় বড় শ্বেতকান্তি আছে যত জন॥
তাদের নিকটে গিয়া করি নিবেদন।
তবেই হইবে গ্রাহ্য এই আবেদন॥
চেষ্টায় দেখিতে হবে যেমন বিহিত।
দেবী যদি দিন দেন হয়ে যাবে জিত॥
আর জন বলে তাই এরূপে কি পার্‌বি ?
যেয়ো না রে বাপ বাপ সেখানেতে হার্‌বি॥
আপনি মরিবি প্রাণে আমাদের মারবি।
চাকরীর দফাটি কি একেবারে সার্‌বি ?
কাঁচা-খেকো বোঁচা সেটা কাছে যেতে নার্‌বি।

BANGLADARSHAN.COM

হার্‌বি রে হার্‌বি রে হার্‌বি রে হার্‌বি॥
কেহ বলে হারবি কি হারবি ধরিনে।
ডরিনে ডরিনে আমি ডরিনে ডরিনে॥
ডালহৌসী তারে বলে ডালে হৌস যার।
কত দিকে কত আছে ডালপালা তার॥
এ ডাল ও ডাল দেখ যত ডাল আছে।
অমূল বুঝিয়া যদি মূল যায় ধরা॥
ধরা বাৎ বাজীমাৎ ধরা আছে ধরা।
কথোপকথন কত এরূপ প্রকার॥
হেনকালে পাইল সঠিক সমাচার।
শ্রীগোপাল পক্ষ হয়ে পক্ষ পক্ষ করি॥
করিল বিপক্ষ জয় এক পক্ষ করি।
এক পক্ষ ছুটী পেয়ে দূরে গেল ধাঁদা॥
শুক্ল পক্ষে কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ পক্ষে শাদা।
আশার অতীত লাভ এমন কি হয়॥
হয় নাই হইবে না হইবার নয়।
আশীর্ব্বাদ কোরে সবে মুক্তমুখে কয়॥
জয় জয় জয় রামগোপালের জয়।

BANGLADARSHAN.COM

ক্রোধ

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

ওরে এরা কে রে দুরাচার।
অতি কদাচার দেখি অতি কদাকার।
কি সাহসে দাঁড়াইল সম্মুখে আমার॥
মর্ মর্ সর্ সর্, ওরে ওরে ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কেটে ফ্যাল মার মার মার।
ছ্যাদে এসে ঘেঁসে ঘেঁসে, বসেছে নিকটে এসে,
গদী ঠেলে হেসে হেসে করে কি ব্যাভার॥
কিছু নাহি করে ভয়, ঘাড় নেড়ে খাড়া রয়,
বুক চিতে কথা কয় এত অহঙ্কার।
অতি নীচ দুরাশয়, আমার সমান হয়,
কত বড় লোক আমি করে না বিচার॥
সহিতে না পারি যাহা, সকলেই করে তাহা,
কোনমতে ছাড়িব না কিসে পাবে পার।
এ ব্যাটা চড়েছে গাড়ী, এ ব্যাটা রেখেছে দাড়ী,
ঠিক যেন তোলো হাঁড়ী মুখ ভার ভার॥
দারা সহ যোগ করি, যদ্যপি স্বভাব ধরি,
এ জগতে বল তবে রক্ষা থাকে কার ?
কে পারে আমার চোটে, মুখে যেন খই ফোটে,
স্বর্গ মর্ত্ত্য কেঁপে ওঠে ছাড়িলে হুঙ্কার॥
মহাবীর আমি ক্রোধ, বোধের কি রাখি বোধ,
জনমের মত তারে করি যে সংহার।
উপরোধ অনুরোধ, হিতাহিত বোধাবোধ,
কোন কালে আমি কারো ধারি নাকো ধার॥
পিতা মাতা বন্ধু ভাই, কিছুই বিচার নাই,
যখন যাহারে পাই তখনি প্রহার।
যে আমারে হিত বলে, তাহা শুনে অঙ্গ জ্বলে,

BANGLADARSHAN.COM

আগে যেন গালে গিয়া চড় মারি তার॥
কত কত রাজকুল, কাহারো রাখিনি কুল,
করিয়া জ্ঞানের ভুল হয়েছি প্রচার।
পরস্পর আপনারা, বিবাদে পড়েছে মারা,
শোক পেয়ে দারাসুত করে হাহাকার॥
বিধি হয় মুরহর, হইলে আমার চর,
অন্ধ হয়ে একেবারে দেখে অন্ধকার।

BANGLADARSHAN.COM

অহঙ্কার

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

রূপে গুণে মানে, ধন পরিমানে,
আমার সমান কেবা।
দেখ শত শত, দাস দাসী কত,
সতত করিছে সেবা॥
দারা সুত ভাই, দুহিতা জামাই,
পরিবার দেখ যত।
জ্ঞাতিগণ যারা, অনুগত তারা,
কুলীন কুটুম্ব কত॥
টাকা দিয়ে পালি, কত দিই গালি,
কখনো করে না রাগ।
মুখের ধমকে, সকলে চমকে,
কেঁচো হয়ে থাকে নাগ॥
জনক আমার, গুণের আধার,
ভূষিত ভুবনধাম।
কেমন সুকৃতি, আমি হয়ে কৃতি,
ঢেকেছি তাঁহার নাম॥
কুলের প্রতাপে, ছোট করি বাপে,
বড় হই অনুরাগে।
কুটুম্ব-ভোজনে, বসিলে দুজনে,
ভাত পাই আমি আগে॥
গৃহের গৃহিণী, আমার জননী,
হাঁড়ী নাই ছুঁতে পারে।
দারা তার চেয়ে, কুলীনের মেয়ে,
ভাত বেড়ে দেবে তারে॥
কত বলে বলী, কত ছলে ছলি,
কত কলে আনি চাকি।

BANGLADARSHAN.COM

যথায় তথায়, কথার কথায়,
কত জনে দিই ফাঁকি॥
দেখ এ নগরে, প্রতি ঘরে ঘরে,
আমায় কেবা না জানে।
আমা সম নাই, জয়ী সব ঠাঁই,
আমারে কেবা না মানে॥
সকলেই বশ, ভব-ভরা যশ,
দশ দিকে আছে গাঁথা।
হুকুমে হাজির, উজীর নাজীর,
বাদশার কাটি মাথা॥
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কুল পুরোহিত,
আর যত দ্বিজ আছে।
পেলে পড়ে সাড়া, দূরে হয় খাড়া,
ভয়েতে আসে না কাছে॥
ঘূরালে নয়ন, কাঁপে ত্রিভুবন,
কেমন আমার ভাব।
কত আমি গুরু, ওই দেখ গুরু,
দিতেছে গরুর জাব॥
আমার সমান, পণ্ডিত প্রধান,
আর কি কখনো হবে ?
সকলে অশুচি, শুধু আমি শুচি,
একাকী রয়েছি ভবে॥
নিজ বলে বল, নিজ দলে দল,
আপনা আপনি জানি।
কোথা বা ঈশ্বর, নহে সুখাকর,
তারে আমি নাহি মানি॥
সুখের সময়, সুখের উদয়,
আমা হ'তে হয় সব।
নিজে আমি বড়, সব দিকে দড়,
কিসে হব পরাভব॥
মনে যদি করি, স্বর্গ-বিদ্যাধরী,

BANGLADARSHAN.COM

এইখানে আনি বসে।
যদ্যপি পাছাড়ি, গগনে আছাড়ি,
রবি শশী পড়ে খসে॥
কোথা সুররাজ, কোথা তার বাজ,
গোঁপে যদি দিই চাড়া।
সহিত অমর, করি যোড়কর,
এখনি হইবে খাড়া॥
অসাধ্য আমার, কিছু নাহি আর,
সকলি করিতে পারি।
থেকে এই পুরে, খাই সাধ পুরে,
ক্ষীরোদ-সাগর-বারি॥
দেবতার স্থল, দিই রসাস্থল,
ধরা জ্ঞান করি শরা।
দেখ দিয়া কর, আমার উদর,
চারি পোয়া গুণে ভরা॥
BANGLADARSHAN.COM
গুণ আছে যাই, প্রকাশিয়া তায়,
হয়েছি প্রধান ধনী।
সকলেই কয়, সব দিকে জয়,
সদা জয় জয় ধ্বনি॥
এই দেখ নাম, এই দেখ কাম,
এই দেখ বালাখানা।
এই দেখ পাখা, মুখমলে ঢাকা,
কারিগুরী তায় নানা॥
এই দেখ বাড়ী, এই বাড়াবাড়ি,
এই দেখ গাড়ী ঘোড়া।
এই দেখ সাজ, এই দেখ কাজ,
এই দেখ জামা জোড়া॥
এই দেখ ছাতী, এই দেখ হাতী,
এই দেখ সপ-মোড়া।
এই দেখ জন, এই দেখ ধন,
সব আছে ঘর-জোড়া॥

কেমন পুকুর, কেমন কুকুর,
কেমন হাতের কোড়া।
কেমন এ ঘড়ী, কেমন এ ছড়ি,
কেমন ফুলের তোড়া॥
দেখ না কেমন, চিকণ বসন,
পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন,
আর কি কাহারো হবে ?
আঁখি যদি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে,
দোষ দিতে পারে কেটা।
কবি কহে ভালো, ঝাড়ে নাই আলো,
ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা॥
আমায় ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে, রে,
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর্ সর্ সর্ সর্।
যত সব দুরাচার, করিতেছে অনাচার,
অতিশয়॥
ভূত প্রেত সমুদয়, মানুষ কাহারে কয়,
কাজেতে মানুষ নয় মিছে কলেবর।
কারে করি সম্বোধন, অপবিত্র সর্ব্বজন,
ঘোর পাপী অভাজন-নরকের চর॥
ঘৃণা হয় গাত্র বাসে, উকি উঠে বমি আসে,
বাতাসে ছুটেছে গন্ধ তর ভর ভর ভর।
পচা ভর ভর ভর ভর॥
আমায় ছুঁসনে কেউ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে রে,
সর সর সর সর তোরা সর সর সর সর।
জুটিয়াছে হট যত, খট্ট মট্ট বকে কত,
নাহি জানে ভট্টমত শাস্ত্র-সুধাকর॥
বৃহস্পতি-কৃত আহা, মধ্যম-আগম যাহা,
কেহ কি করেনি তাহা চক্ষের গোচর।
মীমাংসা শাস্ত্রের সার, অধিকার আছে কার,
সামুদ্রিক আর আর মত স্থিরতর॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রভাকর মত যত, কেহ নোস্ অবগত,
দূর দূর দূর পশু মর্ মর্ মর্ মর্ মর্।
তোরা মর্ মর্ মর্ মর্॥
আমায় ছুঁসনে কেহ ছুঁসনে, কেউ ছুঁসনে রে,
সর্ সর্ সর্ সর্ তোরা সর্ সর্ সর্ সর্।

BANGLADARSHAN.COM

হিংসা

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

দেখি ঘরে ঘরে, সকলেই খায় পরে,
সুখে আছে পরস্পরে আজো এরা মরেনি।
সাজে সাজ করে, গরবেতে ফেটে পরে,
এখনো এদের ঘরে যম এসে ধরেনি॥
এই সব জামা-জোড়া, এই সব গাড়ী ঘোড়া,
এ সব টাকার তোড়া, চোরে কেন হরেনি।
আর ওরা ভাগ্যবান্, বাড়িয়াছে কত মান,
গোলাভরা আছে ধান, লক্ষ্মী আজো সরেনি॥
মর এটা যেন হাতী, দশ হাত বুকে ছাতি,
করিতেছে মাতামাতি জ্বরে কেন জ্বরেনি।
হ্যাদে মানী কালামুখী, ঠিক যেন কচিখুকী,
পতিসুখে বড় সুখী ঠেঁটী কেন পরেনি।
মর্ মর্ ওই ছুড়ী, পরেছে সোনার চূড়ী,
বেকে চলে মেরে তুড়ি ফল তবু ঝরেনি॥
দেখ দেখ নিয়ে মিঠে, খেতেছে কি পুলিপিঠে,
এখনো এদের ভিটে ঘুঘু কেন চরেনি।
প্রাণে আর সয় না, প্রাণে আর সয় না,
সয় না রে প্রাণে আর, সয় না সয় না॥
খোঁপা বেঁধে পেটে পেড়ে,
চোপা করে নখ নেড়ে,
ঠেকারে বাঁচে না আর, গায়ে দিয়ে গয়না,
গায়ে দিয়ে গয়না॥
শুয়েছে ছাপর খাটে, রয়েছে রাণীর ঠাটে,
রাগেতে গুমুরে মরি গতর তো বয় না।
গতর তো বয় না॥
দেওর বিষম ছাই, ননদীরে রক্ষা নাই,

BANGLADARSHAN.COM

মরুক তাদের ভাই তাতে কিছু বয় না।
তাতে কিছু বয় না॥
বুকে করি পতি নিয়ে, আমি থাকি এয়ো হয়ে,
যতিনী সতিনী মাগী রাঁড় কেন হয় না।
রাঁড় কেন হয় না॥
ভাই বুন যতগুলো, সকলেই যাক্ চুলো,
নেড়া হোক মুলোক্ষেত কিছু যেন রয় না।
কিছু যেন রয় না॥
লাথি মেরে দাও তেড়ে, ওরা যাক দেশ ছেড়ে,
থালা ঘড়া কড়া কেঁড়ে কিছু যেন লয় না।
কিছু যেন লয় না॥
বাপ বুড়ো বড় ঠক, মুখে মিঠে হাড়ে টক,
ব'সে আছে যেন বক তত্ত্ব কভু লয় না।
তত্ত্ব কভু লয় না॥
উদরে ধরেচে যেটা, সাক্ষাৎ ডাকিনী সেটা,
দেখিলে শরীর জ্বলে ঠিক যেন ময়না।
ঠিক যেন ময়না॥

BANGLADARSHAN.COM

লোভ

(প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক হইতে)

বল বল কিসে হবে ক্ষুধা নিবারণ।
কঠোর জঠোরজ্বালা করে জ্বালাতন॥
সাধ কোরে দিই গাল, এত চাল এত ডাল,
এক দিনে গেল কা'ল কি করি এখন ?
তেল লুণ নাই ঘরে, হাঁড়ি ঠন্ ঠন্ করে,
নূতন করিতে হবে সব আয়োজন॥
সকলেরি মুখ বাঁকা, কোথা গেলে পাব টাকা,
কার কাছে যেতে পারি পেতে পারি ধন ?
চুরি করি আনি কড়ি, পাছে শেষে ধরা পড়ি,
দিয়ে দড়ী হাতে কড়ি করিবে শাসন॥
যতই বাড়িছে বেলা, ততই ক্ষুধার ঠেলা,
আজ বুঝি কপালেতে হলো না ভোজন।
চল দেখি হাটে যাই, চিঁড়ে মুড়ী যদি পাই,
ফাঁকা ফুকা খেয়ে তবে জুড়াব জীবন॥
এই দেখি শত শত, বড় বড় ধনী যত,
আমারে করেন না কেন ধন বিতরণ ?
গয়লাদের বাড়ী ওই, ভাড় ভরা ছানা দই,
চুপি চুপি কেন তাহা করিনে হরণ॥
ফলবান্ যত গাছ, ফলেছে বাছের বাছ,
পুকুরেতে কত মাছ হয় না গণন।
গাছে উঠে ফল পাড়ি, জড় করি কাঁড়ি কাঁড়ি,
যত পারি বাড়ী নিয়ে করিব গমন॥
পুকুরের কর্ত্তা যারা, এখানে ত নাই তারা,
ছিপ ফেলে ধরি মাছ কে করে বারণ।
দেখে যদি ছিপ সূতো, না হয় মারিবে জুতো,
ধুলো ঝেড়ে চোলে যাব মুদিয়ে নয়ন॥

BANGLADARSHAN.COM

যা হবার তাই হয়, মিছে কেন করি ভয়,
পেটে খেলে পিঠে সয় এই ত বচন।
চুরি করে নথ ঢেঁড়ি, সে দিন খেটেছি বেড়ী,
না হয় আবার গিয়া খাটিব তখন॥
বেড়ী নয় মল পরি, মাটী কেটে দিন হরি,
কারাগারে সে আমার শ্বশুর-সদন।
হ্যাদে ওই থালা খানা, যদি তাই যায় আনা,
দুদিন ত হবে তায় সুখেতে যাপন॥
ধোবারা কাপড় কাচে, ভাল ভাল ধূতি আছে,
শুকাতে দিয়েছে সব চিকণ বসন।
সবুজ সফেদ লাল, পাল্লাদার বেড়ে সাল,
আনিয়াছে পাল পাল খোট্টা মহাজন॥
মোগল পাঠান কত, কাবেলের মেয়া যত,
উঠে উঠে আনিতেছে করিয়া যতন।
এ সব সুখের যোগ, যদি নাহি হয় ভোগ,
তবে কেন করি মিছে শরীর ধারণ ?
বেণের দোকানে লোট, রূপা সোনা টাকা নোট,
বেঁধে মোট ছোট ছোট পালা ওরে মন।
এই দেখি পেট ডোঙ্গা, ঢেকুর উঠিছে চোঙ্গা,
হাতী ঘোড়া কত কত করেছি ভক্ষণ॥
কোথায় গিয়াছে চলে, আবার উঠেছে জ্বলে,
দে রে দে রে খেতে দে রে বাঁচাও এখন।
কটাক্ষেতে দিয়ে টান, এখনই আপন আন,
খান্ খান্ ক'রে খাই এ তিন ভুবন॥
প্রিয়তম তৃষ্ণা সতী, আমি তার প্রাণপতি,
এই দেখ বুকে তারে করেছি স্থাপন।
আমাদের হয়ে বশ, মনের বিষম রস,
মুহূর্ত্তে আনন্দকোটি করেছে সৃজন॥
আমার কারণে তাঁর, নিদ্রা নাই একবার,
বাসনার পথে শুধু করেন ভ্রমণ।
দেহ হ'লে নিদ্রাকুল, তবু নাই তায় ভুল,

BANGLADARSHAN.COM

স্বপনে আপন ভাব করেন জ্ঞাপন॥
আমাদের ঘোর বেগ, কিসে তিনি নিরুদ্বেগ,
মন বিনা এই বেগ কে করে ধারণ।
হেন সাধ্য কার আছে, দাঁড়ায় মনের কাছে,
মনেরে প্রবোধ দিয়া কে করে বারণ॥
যদি কেউ খড়ি পেতে, কোনরূপ গুণে গেঁথে,
আকাশের কত তারা করে নিরূপণ।
যদি কেউ এ জগতে, উপায়েতে কোন মতে,
প্রতাপে করিতে পারে বাতাস বন্ধন॥
কোনরূপে যদি কেউ, সিন্ধুর প্রখর ঢেউ,
রোধ করি একেবারে করে নিবারণ।
প্রকৃতির এ সংসারে, কোনরূপ অস্ত্রধারে,
যদ্যপি করিতে পারে আকাশ খণ্ডন॥
পূর্ব্বদিকে প্রাতে রবি, প্রভাতে প্রকাশে ছবি,
সে উদয় রোধ যদি করে কোন জন।
এ সব সম্ভব নয়, সম্ভাবনা যদি হয়,
হয় হয় হলো হলো কে করে বারণ॥
মনেরে কে দেবে বোধ, লাঠি ধ'রে আছে ক্রোধ,
করিবে আমার রোধ কে আছে এমন।
পেটের নিকটে আর, কিছুতে না পাই পার,
সমুদয় অন্ধকার করি দরশন॥
ঢুকিয়াছে ভস্মকীট, না মরে ক্ষুধার ছিট,
চুমুকেতে কত আর করিব শোষণ ?
উঠিয়াছে খাই খাই, না মেটে আশার খাই,
খাঁই খাঁই রবে সবে ছাড়িছে বচন॥
ঠাঁই ঠাঁই ডাঁই ডাঁই, যেন পর্ব্বতের চাঁই,
কোথা হতে এসে করে কোথায় গমন।
এই দেখি এই এই, ক্ষণপরে নেই নেই,
এই খেয়ের খেই কেটা করে নিরূপণ॥
কেবা আছে পচা সড়া, কেবা বাছে বাসী মড়া,
যত পারি তত করি উদরে ধারণ।

BANGLADARSHAN.COM

এই যে ঠাকুর-ঘরে, বামুনেরা পূজা করে,
বহুবিধ খাদ্য নিয়া করে নিবেদন॥
ও তো কভু শুদ্ধ নয়, এঁটো করা সমুদয়,
কতক্ষণ আগে আমি করেছি ভক্ষণ।
ওদের কূলের বধূ, প্রফুল্ল ফুলের মধু,
কেহ নাহি পায় যার দেখিতে বদন॥
কত দিন আগে আমি, হয়েছি তাহার স্বামী,
ঘরে ব'সে মনে মনে করেছি রমণ।
ওরা পেয়ে খাটখানা, সুখে হয়ে আটখানা,
ধরে কত ঠাটখানা করেছে শয়ন॥
সকলের অগোচরে, সময়ের অবসরে,
কত দিন শুয়ে তায় করেছি যাপন।
দেবপতি তারাপতি, হলো গুরুদারা-পতি,
তাহে কিছু একা নয় কামের সাধন॥
সম্ভোগে হইল লোভ, না ভুগিলে পায় ক্ষোভ,
সেধে কেঁদে পূজেছিল আমার চরণ।
আমি জাগি সর্ব্ব-আগে, কাম ক্রোধ পরে জাগে,
না জাগালে কেবা জাগে সবারি মরণ॥
মানবের ভালবাসা, মানসেই ভালবাসা,
আমার চরণে আশা লয়েছে শরণ।
বিধি হরি স্মরহর, সেবা করে নিরন্তর,
আমারে না দিয়ে কিছু করে না গ্রহণ॥
ধর্ম্মের যে পুত্র হয়, যারে লোকে যম কয়,
সে যমের উচ্চপদ আমার কারণ।
আমার সেবক যারা, দারুণ চতুর তারা,
চতুরতা কেবা জানে তাদের মতন॥
ডুব দিয়ে জল খায়, শিব নাহি টের পায়,
জল খেয়ে দুধ করে উদরে শোষণ।
রেখে বস্তু অবয়ব, জিব দিয়ে চাটে সব,
জিলিপির ফের ভেঙ্গে করিবে ভোজন॥
পিতা মাতা দেব গুরু, সবার উপরে গুরু,

BANGLADARSHAN.COM

নিজ এঁটো সকলেরে করে বিতরণ।

চার্ব্বাকের মত

শিষ্যের প্রতি চার্ব্বাকের উক্তি।

ধর্ম্মপথে হয়ে চোর, কেন পাও দুঃখ ঘোর,
নয়নের অগোচর নাই কিছু নাই কিছু।
স্বেচ্ছাচার স্বর্গভোগ, সেই ভোগ দেহ-যোগ,
পরকালে ভোগাভোগ নাই কিছু নাই কিছু॥
শরীরের মাঝে শূন্য, ইথে কেন হও ক্ষুণ্ণ,
কোথা পাপ কোথা পুণ্য নাই কিছু নাই কিছু।
ভ্রমে কর কার সেবা, তোমার উপাস্য কেবা,
শাস্ত্রমতে দেবী দেবা নাই কিছু নাই কিছু॥
ধর্ম্মফল কিসে বল, কর্ম্মবীজে শর্ম্মফল,
পরে আর ফলাফল নাই কিছু নাই কিছু।
তন্ত্র নিজে পাপ তন্ত্র, মূল মাত্র নিজ যন্ত্র,
জম হোম পূজা যন্ত্র নাই কিছু নাই কিছু॥
মনে কেন রাখ খেদ, ভণ্ডলোকে মানে বেদ,
আত্মমতে ভেদাভেদ নাই কিছু নাই কিছু।

সমুদয় এই বিশ্ব, স্থূলরূপে হয় দৃশ্য,
অপরূপ কতরূপ, বস্তু সমুদয় হে
বস্তু সমুদয়।
এই ভব যোগ্য তব, ভোগে কেন পরাভব,
স্বভাবে শোভিত সব, স্বভাবেই হয় হে
স্বভাবেই হয়॥
সকলি স্বভাব-অংশ, স্বভাবে সকলি ধ্বংস,

BANGLADARSHAN.COM

সমুদ্রের বিম্ব যথা সমুদ্রেই লয় হে
সমুদ্রেই লয়।
ঋতু মাস তিথি বার, আসে যায় বার বার,
স্বভাবেই পরিবার স্বভাবে উদয় হে
স্বভাবে উদয়॥
রবি আর শশধর, স্বভাবতঃ নিরন্তর,
স্বভাবের চক্ষু হয়ে করে আলোময় হে
করে অলোময়।
বহ্নি বায়ু ধরা জল, শূন্য বীজ বৃক্ষ ফল,
ভোগের কারণ সব সুখের আলয় হে
সুখের আলয়॥
নয়নের অগোচর, আছে এই সৃষ্টিকর,
নহে দৃশ্য ছাড়া বিশ্ব বল কোথা রয় হে
বল কোথা রয়।
কি কহিব আহা আহা, কেমনে মানিব তাহা,
আঁখির অদৃশ্য যাহা কিছু কিছু নয় হে
কিছু কিছু নয়॥
কলেবর মনোহর, কেবল ভোগের ঘর,
সেই কর্ম্ম সদা কর যাহে সুখোদয় হে
যাহে সুখোদয়।
পদে পদে পরিতাপ, প্রাণ যায় বাপ বাপ,
আহার বিহার পাপ পাপী লোকে কয় হে
পাপী লোকে কয়॥
যত সব বুদ্ধি মোটা, কপালে জুড়িয়া ফোঁটা,
সুখপথে মেরে খোঁটা, দুঃখবোঝা বয় হে
দুঃখবোঝা বয়।
ইন্দ্রিয়ের রেখে ধর্ম্ম, সাধন করিব কর্ম্ম,
দূর্ দূর্ দূর্ ধর্ম্ম তারে কিসে ভয় হে
তারে কিসে ভয়॥
শাস্ত্রকার ভার যত, লিখিয়াছে নানা মত,
তাদের অলীক মত প্রাণে নাহি সয় হে

BANGLADARSHAN.COM

প্রাণে নাহি সয়।
করি যোগ গাত্রে গাত্রে, স্বর্গভোগ স্পর্শমাত্রে,
ফুল্লভাবে পাত্রে পাত্রে পূর্ণানন্দময় হে
পূর্ণানন্দময়॥
সমভাব সব অঙ্গে, সমভাব সব রঙ্গে,
রসাভাস রসরঙ্গে কর কালক্ষয় হে
কর কালক্ষয়।
চুরি নয় হত্যা নয়, অধিকন্তু সুখ হয়,
ইথে যারা পাপ কয় তারা দুরাশয় হে
তারা দুরাশয়॥
ভেদজ্ঞান মহাযোগ, কেবল পাপের ভোগ,
ইচ্ছামত কর ভোগ মনে যাহা লয় হে
মনে যাহা লয়।
বিবেক বৈরাগ্য আদি, যত সব প্রতিবাদী,
ছেড়ে করে ক্রমে সব কর পরাজয় হে
কর পরাজয়॥
যাগ করে ব্রত করে ক্রিয়া করে যত।
মিছে ভ্রমে মিছে শ্রমে আয়ু করে গত॥
কর্ত্তা ক্রিয়া দ্রব্যের হইলে পরে নাশ।
যাগ-কারকের যদি হয় স্বর্গবাস॥
দাবানলে দগ্ধ হয় তরু যে সকল।
পোড়া গাছে ফল যদি সম্ভাবনা হয়॥
এদের কথায় তবে করিব প্রত্যয়।
মৃতজনে জল দেয় দেয় অন্নগ্রাস॥
মরা গরু কখন কি খেয়ে থাকে ঘাস ?
মৃত নর তৃপ্ত হয় তর্পণের জলে॥
তেল পেলে নেবাদীপ কেন নাহি জ্বলে ?
কুহকীজনের মনে কি কুহক আছে॥
একেবারে জগতেরে অন্ধ করিয়াছে।
যে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থ উপার্জ্জন॥
সে বিদ্যায় নাহি হয় অর্থের সাধন।

BANGLADARSHAN.COM

যে শাস্ত্রের কথা নহে বিশ্বাসের স্থল॥
যুক্তি সহ যোগ করি নাহি দেখি ফল।
এলোমেলো লিখিয়াছে যা এসেছে মনে॥
সে লেখা প্রমাণ আমি করিব কেমনে ?
ওরে বাপু প্রাণাধিক স্থির জেনো এই॥
শাস্ত্র নয় শাস্ত্র নয় বিদ্যা নয় সেই।
বঞ্চকেরা বাঁধিয়াছে বঞ্চনার গুণ॥
ভ্রান্তলোক ভুলিয়াছে ফলশ্রুতি শুনে।
ভুলিয়া মিষ্টের লোভে শিশু যে প্রকার॥
আশার অধীনে হয় অধীন পিতার।
ভাবী স্বর্গভোগরূপ সন্দেশের লোভে॥
যত সব মূর্খলোক মরিতেছে ক্ষোভে।
ক্রিয়াকাণ্ডরত যত সারতত্ত্বহীন॥
আশার হতেছে সবে শঠের অধীন।
সংসারেতে দুঃখ আছে করিব স্বীকার॥
বিনা দুঃখে সুখভোগ হয়ে থাকে কার।
আপনার হিতবোধ মনে আছে যার॥
সে কি কভু ছেড়ে থাকে সুখের সংসার।
জগতের গূঢ়ভাব কে জানিবে স্থির॥
সুখধনে ভরা আছে ভিতর বাহির।
সমুদ্রের জল দেখ স্বভাবে লবণ॥
মথন করিলে হয় অমৃত সৃজন।
টক ব'লে দধি কেন ফেলে দিতে যাবে॥
এখনি মথন কর ননী ঘৃত পাবে।
ধান দিয়ে দেখ বাবা হাতের উপরে॥
তণ্ডুল রয়েছে তার তুষের ভিতরে।
তুষ ব'লে কেন তারে ফেলে দিতে যাবে ?
ধান ভেনে চাল লও কত সুখ পাবে।
চিরকাল প্রিয় যেই প্রিয় সেই রয়॥
নানা দোষে দেহ হ'লে দোষের আধার।
এই দেহ কবে বল প্রিয় নহে কার ?

BANGLADARSHAN.COM

রসনারে করে সদা দশন আঘাত।
নোড়া দিয়ে কোন কালে কে ভেঙ্গেছে দাঁত ?
ছারখার করে অগ্নি পোড়াইয়া ঘর।
সে আগুনে কবে কেবা করে অনাদর ?
ভূমি নাশ করে জল বিস্তারিয়া ঢেউ।
সে জলের অনাদর নাহি করে কেউ॥
কিছু দুঃখ আছে বটে শুন ওরে হাবা।
যে জন সংসার ছাড়ে হাবা সেই বাবা॥
ইচ্ছামতে সুখভোগ আহার বিহার।
তার চেয়ে পরমার্থ কিছু নাহি আর॥
বোধহীন মূঢ় যারা বদ্ধ ভ্রমজালে।
এ সুখ কি ভোগ হয় তাদের কপালে ?
শরীর শোষণ করে রবির কিরণে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষে করে পেটের কারণে॥
উপবাসে ভোগ করে কঠোর যাতনা।
মোক্ষের সাধনা নয় দুঃখের সাধনা॥
তপস্যায় জ্ব'লে পুড়ে পাপে ভোগে দুখ।
ম'রে গেলে ফুরাইবে কবে পাবে সুখ ?
বাপু রে প্রত্যক্ষ দেখ তপস্যার ফল।
আত্মঘাতী হয়ে মরে পাষণ্ডের দল॥
স্বেচ্ছামত ভোগ করি আমরা সকলে।
সশরীরে স্বর্গভোগ কারে আর বলে ?

(সন্ন্যাসী দেখিয়া)

বল হে সন্ন্যাসী তুমি কি কাজ করেছ।
বগলে ভিক্ষার ঝুলি কি হেতু ধরেছ ?
ঘরে ঘরে ফেরো যদি ঘর-ছাড়া হয়ে।
ঘর ছেড়ে কিবা ফল থাক ঘর লয়ে॥
পেট নিয়ে দ্বারে দ্বারে যদি গুণো হাপু।
এমন সন্ন্যাসে তোর কাজ কি রে বাপু ?
ঘর ছেড়ে ঘরে ঘরে না ফিরিতে হয়।

BANGLADARSHAN.COM

অনাহারে দেহ যদি সমভাবে রয়॥
তবে তো তপস্যা জানি মানি তোর ক্রিয়া।
সকলেই ঘুরিতেছে পোড়া পেট নিয়া॥
সেই যদি খেতে হলো অন্ন আর জল।
বল্ বল্ বল্ তবে সন্ন্যাসে কি ফল ?
দেহ আছে খেটে খেয়ে ভোগ কর ক্রিয়া।
কারো কাছে চেঁচায়ো না পেটে হাত দিয়া॥

(দণ্ডী দেখিয়া)

ওরে ভণ্ড হাতে দণ্ড এ কেমন রোগ।
দণ্ডে দণ্ডে নিজ দণ্ডে দণ্ডে কর ভোগ॥
নিজ হাতে নিজ পিণ্ড করিয়া গ্রহণ।
লণ্ডভণ্ড হয়ে মর কাণ্ড এ কেমন ?
মুক্তি মুক্তি করিতেছে যত নারী নরে।
কথার বসায়ে হাট বেচা কেনা করে॥
কেহ বেচে কেহ কেনে কেহ করে দান।
সকলেই শুনিতেছে কারো নাই কান॥
সকলেই দেখিতেছে চক্ষু কারো নাই।
কোথা যুক্তি কোথা মুক্তি ভাবি আমি তাই॥
প্রকৃতি প্রকৃতি পেলে আকৃতির নাশ।
ভূতে ভূতে মিশাইয়ে হয় অবকাশ॥
অবিনাশী শূন্য এই স্বভাবেই রয়।
বল তবে এ জগতে মুক্তি কার হয় ?
ভোগেতে প্রত্যক্ষ সুখ আর সব শূন্য।
বল্ বল্ কোথা পাপ কোথা তবে পুণ্য ?

BANGLADARSHAN.COM

বিচিত্র হাস্য

রসময় বিধাতার বিচিত্র কৌশল।
সৃজিলেন “মুখ”-রূপ ভাবের মণ্ডল॥
সুরাগ বিরাগ আদি মানস আভায।
হয় এই ভাবাকার বদনে বিকাশ॥
এই মুখ-ভঙ্গীভরে ভ্রান্ত যত লোক।
কোথায় উদয় সুখ কোথা উঠে শোক॥
আনন্দ-কানন সম ভাব তাহে শোভা।
কভু নিরানন্দকর কভু মনোলোভা॥
বিষাদ বিষম বায়ু বহিলে তথায়।
ক্ষণমাত্রে সর্ব্ব-শোভা লুপ্ত হয়ে যায়॥
তৃণদল পুষ্প ফল প্রাপ্ত মলিনতা।
শুষ্ক হয় ললিত-লাবণ্যরূপ লতা॥
রাগরূপ খরতর-দিনকর-করে।
রদন-বিপিন-শোভা একেবারে হরে॥
নয়ন-নিকুঞ্জপুরে জ্বলে দাবানল।
দগ্ধ করে চতুর্দ্দিক হইয়া প্রবল॥
এইরূপ বিবিধ বিষম ভাব-যোগে।
আনন-অটবী শোভা ভ্রষ্ট হয় ভোগে॥
ফলে যবে সুখ-সমীরণ বহে তথা।
মধুর মাধুর্য্য মাত্র শোভিত সর্ব্বথা॥
প্রফুল্ল নয়নকূঞ্জে পলক-পল্লব।
চঞ্চল পুতলী যেন কুসুম-বল্লভ॥
গণ্ডযোগে বিকশিত হয় কোকনদ।
সঞ্চারিত রসরূপে সুরূপ সম্পদ॥
হাসির হিল্লোল উঠে অধর-পুষ্করে।
দশন-হংসের শ্রেণী সুখেতে বিহরে॥
হায় রে বিচিত্র ভাব বলিহারি যাই।
এমন মধুর বুঝি আর কিছু নাই॥

BANGLADARSHAN.COM

দেখ হে রসিকগণ ! রমণী-বদনে।
হায় রে মাধুর্য্য কত প্রণয়-মিলনে॥
বলিতে বচন নাই সে রস সুরস।
প্রমোদ-প্রয়োধি-জলে নিমগ্ন মানস॥
আর দেখ মানিনী বিনোধ বিম্বাধরে।
হাস্যযোগে কত রস রসিকে বিতরে॥
যেমন বরষাকালে মেঘাবৃত দিবা।
অকস্মাৎ সূর্য্যোদয় সুখোদয়ে কিবা॥
অথবা শিশিরকালে ফুল্ল শতদল।
মধুপানে মহাসুখী মধুকর-দল॥
গর্ভজ-প্রফুল্ল-মুখ-পদ্মবিলোকনে।
অতুল আনন্দ উঠে জননীর মনে॥
মৃদু মৃদু হাসি মুখে অমৃত-বচনে।
স্নেহরসে অভিযিক্ত অধর-চুম্বনে॥
হায় রে বাৎসল্য-রস-প্রকাশিনী হাসি।
সরলতা তোর গুণে হইয়াছে দাসী॥
আর এক হাস্য-শোভা ভাবুক-বদনে।
চঞ্চল চপলা দিশি শোভিত বদনে॥
অথবা গগনে যেন নক্ষত্র-সম্পাত।
অচির উজ্জ্বল দীপ্তি করে অকস্মাৎ॥
এই আছে এই নাই এই আরবার।
কতরূপ অপরূপ ভাবের সঞ্চার॥
অপর মধুর হাসি সাধুর অধরে।
পদ্মরাগমণি সম স্নিগ্ধ আভা ধরে॥
স্নেরমুখ শীতল স্বভাব প্রকাশিত।
হেরিয়া প্রশান্ত মন হয় হরষিত॥
এইরূপে শুভপথে হাস্য মনোহর।
কেবল ঘৃণায় হাসে ঘৃণায় প্রভাব॥
হাস্য নয় শুধু সেই হীনতার ভাব।

BANGLADARSHAN.COM

সতীত্ব-দীপ

রমণীর হস্তে শোভে মনোহর দীপ।
শীতল আলোক তার জিনি নিশাধিপ॥
অথচ প্রখর অতি পাত্রভেদে হয়।
প্রখর তপনমত নয়নে উদয়॥
সতীত্ব সুন্দর নাম সুখদ শ্রবণে।
সুললিত সমুদিত এ তিন ভুবনে॥
শুন হে চঞ্চলা বালা প্রদীপধারিণি।
সাবধানে গহন করহ বিনোদিনি॥
হৃদয়ের দ্বারে যত্নে রাখিয়া তাহারে।
প্রতিপদে ধৈর্য্যঘৃত ঢাল দীপাধারে॥
লজ্জারূপ চারু বস্ত্রে দেহ আবরণ।
তবে তব অমঙ্গল না হবে কখন॥
এরূপেতে চলে সতী সন্তোষ-কানন।
প্রবল চঞ্চল অতি মদন-পবন॥
সতীত্ব দুর্গম দুর্গ অতি অপরূপ।
অসংখ্য প্রহরী তাহে শমন-স্বরূপ॥
চারিদিকে প্রাচীর রুচির তাহে শোভা।
ধর্ম্ম অর্থ মোক্ষ কাম নাম মনোলোভা॥
তদনন্তর মনোহর আছে এক খাত।
গভীর শরীর তার স্বভাবের জাত॥
লজ্জা নামে খ্যাত খাত এ সংসারময়।
নম্রতা তরঙ্গ তাহে নিয়ত উদয়॥
দৃঢ়রূপ কামানে বিক্রম অতিশয়।
দুষ্টজন সভয়ে তটস্থ হয়ে রয়॥
দ্বারেতে সবল দ্বারপাল কুল-ভয়।
প্রবেশিতে দুর্গমাঝে কারো সাধ্য নয়॥
এমন উত্তম স্থান অধিকার যার।
প্রতিকূলজনে মনে কি ভয় তাহার ?

BANGLADARSHAN.COM

সীমন্তিনী-সরোবর সতীত্ব-সরোজ।
অতুল্য অমূল্য সেই অমল অম্ভোজ॥
পতি প্রতি অতি মধু সঞ্চারিত সদা।
স্নেহ নামে মধুকর গুঞ্জরিত তদা॥
যশোরূপ সৌরভে পূরিত দিগ্‌দশ।
লজ্জার লাবণ্য-রসে ভাসে কামরসে॥
নিশি দিশি করুণা-নীহারে সিক্ত রয়॥
প্রফুল্লতা ভাব তার সারল্য বিনয়।
এ নহে সামান্যতর সমল কমল॥
চিরদিন প্রসন্নতা করে ঢল ঢল।
রতিকান্ত দুরন্ত হিমন্ত কুসময়॥
সতীত্বস্বরূপ পদ্মরূপে ভ্রষ্ট নয়।
ধর্ম্মরূপ হংসবর বিস্তারিয়া পক্ষ॥
রক্ষা করে সরোরুহে বিনাশে বিপক্ষ॥

BANGLADARSHAN.COM

সঙ্গীত-বিদ্যা

“ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা” শাস্ত্রে এই কয়।
প্রেমময়ী বিদ্যা হেন আর কিছু নয়॥
কত রাগে কত রাগ রাগিনী সহিত।
ক্ষণমাত্রে কোরে দেয় মানস মোহিত॥
সময়ে যদ্যপি শুন সুললিত গীত।
কদম্ব-কুসুম-অণু তনু পুলকিত॥
গায়ক যদ্যপি গায় মন করি স্থির।
গলায় গলায় মন টলায় শরীর॥
না করি ভোজন পান যায় তৃষ্ণা ক্ষুধা।
প্রতি বর্ণে বর্ণে কর্ণে ঢুকে যায় সুধা॥
বীণা বেণু আদি যত সুমধুর স্বর।
সুরবে নীরবে থাকে কোকিল ভ্রমর॥
সরাগে উঠিল তান সুধাময় রবে।
কাননের পশু পাখী প্রেমাকুল সবে॥
রাগের সুরাগে রাগে বাড়ে অনুরাগ।
রাগ শুনে রাগ ছেড়ে সাধু হয় নাগ॥
যদ্যপি শুনিতে পায় সুমধুর গান।
জননীর মাই ফেলে শিশু পাতে কান॥
প্রেমে পরিপূর্ণ হয় পুলকিত মন।
ফুটিতে না পারে কিছু মুখের বচনে॥
পশু পাখী সাপ আদি প্রাণী বহুতর।
সকলের সমভাবে সরস অন্তর॥
মানবে বুঝিতে নারে সে ভাব-প্রভাব।
নিজ নিজ মনে রাখে নিজ নিজ ভাব॥
কি ভাবে কি ভাবে তারা কে বুঝে সে ভাব।
সে ভাব ভাবিলে হয় স্বভাবে অভাব॥
প্রিয়তমা বিদ্যা নাই সঙ্গীতের পর।
এ বিদ্যায় সিদ্ধ হলো কত শত নর॥

BANGLADARSHAN.COM

শুন শুন শুন জীব যদি চাও হিত।
প্রীতচিত হয়ে গাও ব্রহ্মের সঙ্গীত॥
যদি না গাহিতে পার শুন সাধু পদ।
প্রেম-রস বুঝে হও ভাবে গদগদ॥
ঈশ্বরের গুণগান সেই গান গান।
শুনিলে পবিত্র হবে জুড়াইবে কান॥
ভাবের ভাবুক হয়ে রস কর গান।
মুক্তির সোপান এ যে মুক্তির সোপান॥
অরসিক যে জন সে কি বুঝিবে সার।
এ যে গান গান নয় জ্ঞানের আধার॥

BANGLADARSHAN.COM

কৃপণ

কৃপণ আপন ধনে আপনি বঞ্চিত।
মনে মনে ভাবে ধন হইল সঞ্চিত॥
সুখের ঘটনা তার না হয় কিঞ্চিৎ।
স্বজন-সমাজে হয় সদাই লাঞ্ছিত॥
সঞ্চয় করিয়া মনে নিয়তই ভয়।
দিনে রেতে একবার নিদ্রা নাহি হয়॥
সদা ভাবে কোথা রাখে বিষয় বিভব।
নিলে নিলে নিলে চোর গেল গেল সব॥
পড়িলে গাছের পাতা করে এই ত্রাস।
তস্কর আসিয়া বুঝি করে সর্ব্বনাশ॥
কেমনে আসিবে টাকা দিনে এই ভাবে।
রেতে ভাবে এই ধন কিসে রক্ষা পাবে॥
কেহ না জানিতে পারে রাখে চেপে চেপে।
উদরে আহার নেই মরে পেট ফেঁপে॥
সকালো সকালো করি কার্য্য সমাধান।
ছাই ভস্ম যাহা পান সুখে তাই খান॥
তেল পোড়া ভয়ে করি প্রদীপ নির্ব্বাণ।
অন্ধকারে পোড়ে থাকে ভূতের সমান॥
বিছানায় পোড়ে করে এ পাশ ও পাশ।
সারানিশি তোলে মুখে খুক্ খুক্ কাস॥
ইঁদুর নড়িলে পড়ে মনে পায় ডর।
তখনি উঠিয়া করে এ ঘর ও ঘর॥
কীলিবের দয়া আর কৃপণের ধন।
কখনো না হয় কারো ভোগের কারণ ॥
কৃপণের বিশেষ কি কব পরিচয়।
অতি নীচ নরাধম অভিধানে কয়॥
কৃপণ আপন দোষে নীচ হয়ে রয়।
দারা পুত্র পরিবার কেহ তার নয়॥

BANGLADARSHAN.COM

সকলেই ঘৃণা করে পোড়ে ঘোর দায়।
অধীন থাকিতে তার কেহ নাহি চায়॥
ভার্য্যা ভাবে কত দিনে মরিবে এ স্বামী।
দিয়ে থুয়ে খেয়ে পোরে সুখে রব আমি॥
এয়োৎ ঘুচুক ঘোচে খেদ নাই তাতে।
মিছে কেন শাঁকা খাড়ু বোয়ে মরি হাতে॥
হয় হয় হোলো হোলো নিরামিষ খেতে।
রই রই রব রব জল খেয়ে রেতে॥
সবে সবে একাদশী মাসেতে দুবার।
হাবাতের হাতে পোড়ে বাঁচিনেক আর॥
বাছাদের পেট পূরে খেতে দিব সুখে।
ইচ্ছামত ভাল মন্দ দ্রব্য দিব মুখে॥
করিব সকল ব্রত সময় সময়।
দেবতা-ব্রাহ্মণে দেব যখন যা হয়॥
হাত তুলে দেব তারে ইচ্ছা হয় যারে।
সকলেই আশীর্ব্বাদ করিবে আমারে॥
মনে মনে পুত্র এই অভিলাষ করে।
কালীঘাটে পূজা দিব বাবা যদি মরে॥
বিধাতার বিড়ম্বনা কারে বলি বাপ।
হায় হায় কত দিনে মরিবে এ পাপ॥
কত পাপ করিয়াছি সীমা তার নাই।
কৃপণের সন্তান হয়েছি আমি তাই॥
ভিখারী আইলে পরে মেনে যায় হারি।
এক মুটো চাল তারে দিতে নাহি পারি॥
প্রত্যাশা করিয়া আসে যতেক প্রত্যাশী।
অভিশাপ দিয়ে যায় ফকীর সন্ন্যাসী॥
কেহ যদি কিছু চায় পাই তায় দুখ।
অভিমানে কাঁদি শুধু হয়ে অধোমুখ॥
ভাল খাই ভাল পরি আশা করি মনে।
সে আশা না পূর্ণ হয় কৃপণের ধনে॥
ঘরে নিত্য খেতে পাই আধপেটা ছাই।

BANGLADARSHAN.COM

নিমন্ত্রণ হোলে পরে ভাল কোরে খাই॥
এক দিন খায়াইব মনে সাধ করি।
কারে বলি কেবা শুনে রাম রাম হরি॥
জননী দুঃখিনী অতি কিছু নাহি হাত।
সততই শিরেতে করেন করাঘাত॥
ও মা কালি দিব ডালি অনুকূলা হও।
কৃপণ-কাহিনী কথা এইরূপ হয়॥
ব্যয়হীন কোন কালে প্রিয় কারো নয়।
নাম শুনে সকলেই উপহাস করে॥
পথে দেখে ঠারেঠোরে হাসে পরস্পরে।
প্রাতে উঠে কেহ তার নাহি করে নাম॥
যদি করে জীব কেটে করে রাম রাম।
নাম নিলে সে দিনেতে অন্ন নাহি হয়॥
পরিবার সহ সবে উপবাসে রয়।
হাঁড়ী ফাটে কতরূপ বিড়ম্বনা ঘটে॥
“ফলনারে” মনে কর বটে কিনা বটে।
উপমার হেতু শুধু দেখাই জনেক॥
এমন মহাত্মা ধনী আছেন অনেক।
প্রভাতে যাহার মুখ দেখে লাগে ভয়॥
প্রভাতে যাহার নাম কেহ নাহি লয়।
কি কব অধিক আর কি কব অধিক॥
ধিক্ ধিক্ কৃপণের ধনে প্রাণে ধিক্।
উপার্জ্জন করে করি শরীর মতন॥
বক্ষে করি রক্ষা করে যক্ষের মতন।
আপনি পড়েছে রোগে রোগে ভোগে ছেলে॥
প্রতীকার করে বৈদ্য কিছু টাকা পেলে।
ক্রমেই বাড়িছে রোগ সর্ব্বনাশ হয়॥
মরিতে হইবে বোলে মনে নাহি ভয়।
ঔষধ পাঁচন খেলে উভয়েই বাঁচে॥
তবু বৈদ্য ডাকাবে না কড়ি চায় পাছে।
এইমত কৃপণের নীচ ব্যবহার॥

BANGLADARSHAN.COM

নিজে মরে মরে তার যত পরিবার।
কৃপণের নিদানেতে দেখে ঘোর দায়॥
বাঁচাবার হেতু যদি টাকা কেহ চায়।
মাথায় চাপড় মেরে কহে হায় হায়॥
বেঁচে তবে সুখ কিবা টাকা যদি যায়।
স্বজন সকলে তারে গঙ্গাযাত্রা করি॥
পথে যার নাম ডেকে হরিবোল হরি।
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে॥
সে রব না ঢোকে তার কানের ভিতরে।
পরকাল ভুলে গিয়া নিজ ভাব ধরে॥
টাকা টাকা কোথা টাকা এই জপ করে।
লোকে বলে ‘হরিনাম জপ একবার॥’
সে ‘বলে অনেক টাকা রয়েছে আমার।’
লোকে বলে ‘কর কর গঙ্গা দরশন॥’
লোকে বলে ‘অধিক অপেক্ষা নাই আর।
এসেছেন ইষ্ট দেব পূজ কর তাঁর॥’
সে বলে ‘থাকুক গুরু মাথার উপর।
এখন তাঁহারে দেখে গায়ে এসে জ্বর॥
ধনের অভাব মম কিছুমাত্র নাই।
ছেলে মেয়ে খাইবে ভাবিতেছি তাই॥’
কৃপণের গুণ সব করিতে বর্ণন।
লেখনী আপনি হন কৃপণ এখন॥
কৃপণের মনে হয় কেমন আনন্দ।
মানুষে তা কি জানিবে জানেন গোবিন্দ॥
আত্মারে বঞ্চনা করি যে করে সঞ্চয়।
তার চেয়ে নরাধম আর কেহ নয়॥
নর নর থাকে বটে নরের আকারে।
বিচারেতে আত্মঘাতী বলা যায় তারে॥
যে পথে চলেন দাতা সে পথে না হাটে।
অপরে করিলে দান তার বুক ফাটে॥
শুনিলে ব্যয়ের কথা রক্ষা নাই আর।

BANGLADARSHAN.COM

নিয়তই মন তার ব্যাজার ব্যাজার॥
কাঁচু মাচু মুখখানি যেন কত দীন।
তখনি তখনি হয় অমনি মলিন॥
ভাবে মনে চিরকাল শরীর রহিবে।
জান নাক একদিন মরিতে হইবে॥
ধন রবে আমি রব জেনেছি নিশ্চয়।
মরণ স্মরণ হলে এমন কি হয়॥
করি ধন আহরণ নানা দেশ ঢুঁড়ে।
নীচু ভাগে পুতে রাখে মাটী খুড়ে খুড়ে॥
মাটী খোঁড়া নহে সেটা টাকা পোতা নয়।
পাপ ভোগ করিবারে সোনার সঞ্চয়॥
ভ্রমে বলি মাটী খুঁড়ে ধন গাড়িতেছে।
অধোদেশে যাইবার পথ করিতেছে॥
আত্মসুখ রোধ করি যে করে সংসার।
বলদের মত শুধু বোয়ে মরে ভার ?
চিরদিন হয়ে রয় দুঃখের ভাজন।
কোথায় রহিবে ধন হইলে নিধন॥
ধনের না করি ভোগ ধনবান্ হয়।
আমার সম্পদ এই মুখে মাত্র কয়॥
বিনা ব্যয়ে যদি হয় সে ধন তাহার।
আমি কেন বলিনাকো সকলি আমার॥
নদী নদ সাগর পর্ব্বত আদি যত।
সমুদয় হয়েছে আমার হস্তগত॥
ভোগের সম্বন্ধ গন্ধ কিছু নাই তার।
কৃপণের ধন তাই পরধন প্রায়॥
ধননাশ হ'লে পরে সর্ব্বনাশ হয়।
শোকানলে পুড়ে শেষ দেহ করে লয়॥
সবিশেষ নিবেদন শুন প্রিয়জন।
হয়ো না কৃপণ কেহ হয়ো না কৃপণ॥
সতত করিবে সবে ধনের সঞ্চয়।
সে সঞ্চয় যেন নাহি অতিশয় হয়॥

BANGLADARSHAN.COM

অতিশয় সঞ্চয়েতে অতিশয় দোষ।
অন্ধ হয়ে মরে মাছি পুষে মধুকোষ॥
অধিক সঞ্চয় করি না করিয়া দান।
অকস্মাৎ রোগে প'ড়ে যদি যায় প্রাণ॥
মনে মনে ভেবে দেখ কি হবে তখন।
তুমি কার কে তোমার কার সেই ধন॥
একেবারে ব্যয় করি হয়ো না অধম।
পরিমিত ব্যয় কর সম্ভব যেমন॥
পরিমিত হ'লে হিত সব দিকে হয়।
কিছু নয় কিছু নয় ভাল কিছু নয়॥
জলাশয়ে জলাশয়ে যত জন আসে।
সরোবর জলদান করে অনায়াসে॥
যত দেয় তত বাড়ে নাহি পায় ক্ষয়।
অর্জ্জিত ধনের দানে ধন রক্ষা পায়॥
অহঙ্কার হতজ্ঞান জ্ঞান বলি তারে।
কত লোক এ জ্ঞানের জ্ঞানী হ'তে পারে॥
ক্ষমাশীল শূর যেই সেই শূর শূর।
ভূতলে এমন শূর দেখিনে প্রচুর॥
হাজারের মাঝে যদি একজন পাই।
সাধু সাধু সাধু তারে সাধু বলি ভাই॥
দানেতে নিযুক্ত ধন ধন বলি তারে।
এমন দুর্লভ ধন কোথা এ সংসারে॥
যেখানে এরূপ হয় কর্ম্মের ব্যাভার।
সাধু সাধু সেই স্থান ধর্ম্মের আগার॥
বিদ্যালয় ছায়া ছাত্র আর জলাশয়।
ঔষধ আলয় আর অতিথি-আলয়॥
স্থান বিবেচনা করি সুপথ প্রধান।
নদ নদী বিশেষেতে সেতুর নির্ম্মাণ॥
এ প্রকার উপকার কব আর কত।
সাধারণ হিতকর কার্য্য আছে যত॥
এ সব নির্ব্বাহ হেতু উদার হইয়া।

BANGLADARSHAN.COM

যিনি দেন মূলধন স্থাপিত করিয়া॥
তাঁহাকে নরেশ বলি নরের প্রধান।
পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে নাহি দয়াবান্॥
প্রিয়বাক্যে দান করা সেই দান দান।
শতগুণে বাড়ে তায় দাতার সম্মান॥
বাঁকা মুখে অহঙ্কারে করি কিছু দান।
কুবচনে গ্রহীতার করে অপমান॥
ভস্মেতে আহুতি দান যেমন বিফল।
অবিকল সেইরূপ সে দানের ফল॥
অতএব ভাই সব করি প্রণিধান।
যথাক্রমে দেহযাত্রা কর সমাধান॥

BANGLADARSHAN.COM

ভারতভূমির দুর্দ্দশা

ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥
মনে হ'লে প্রাচীন সুখের সুসময়।
অসম্ভব বলি কভু প্রত্যয় না হয়॥
কিরূপেতে বিজাতীয় রাজা রাহু আসি।
সুখরূপ শশধরে আহারিল গ্রাসি॥
বেদরূপ সুধাভাণ্ড লয় হলো ক্রমে।
মানুষ মানসফল মোহ আর ভ্রমে॥
ললিত মালতী লতা ভারতের ভাষা।
কটুতা কীটের যাহে নিতি মিলে বাসা॥
কবিতা-কুসুম-কলি ফুটেছিল কত।
সাহিত্য-স্বরূপ মধু পূর্ণ অবিরত॥
অলঙ্কার পদ্মপুঞ্জ লালিত্য পরাগ।
বর্ণরূপ বর্ণ তার সুবিচিত্র রাগ॥
শাস্ত্ররূপ ফল এক ধরেছিল তায়।
ভক্ষণেতে চতুর্ব্বর্গ ফল যাহে পায়॥
বেদবিধি রসভার অপরূপ ভাণ।
ক্ষুধা তৃষ্ণা হত তার যেই করে পান॥
অগ্নিহোত্র আদি নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া।
কোথা ক্ষুধা কোথা তৃষ্ণা এ সব আশ্রিয়া॥
বিজ্ঞানস্বরূপ বীজ ছিল সেই ফলে।
অসংখ্য লতিকা যাহে জনিতা বিরলে॥
এমন সুখের লতা আশ্রয় বিহনে।
দিন দিন ম্রিয়মাণা দুঃখের কারণে॥
হায় হায় সত্যাশ্রয়ী মানুষ কোথায়।
অবিদ্যার অবসর মানবের মন॥
অবিবেকী অবিনয়া আদরতাজন।
প্রসরতা-পবহি প্রণয় সাধুজনে॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রবোধ প্রভাব কভু নাহি হয় মনে।
প্রদীপের দীপ্তিরূপ প্রপঞ্চ আমোদে ॥
মুগ্ধ মন মধুকর প্রমদা-প্রমোদে।
প্রদ্যুম্ন প্রবল অতি প্রসক্তি প্রসঙ্গে॥
প্রশ্রয় পাইয়া সদা দগ্ধ করে অঙ্গ।
রাগে অনুরাগ হত রসাল রসনা॥
নয়নে নয়ন করে আগুনের কোণা।
গরল মিশ্রিত তাহে মুখের বচন॥
ক্ষমা শান্তি আদি হয় যাহাতে নিধন।
কটাক্ষের শরে করে সকলে অস্থির॥
প্রচণ্ড সমীরে যেন সরোবর নীর।
ললিত হয়েছে পুনঃ লোভরূপ ফাঁস॥
পরায় মনের গলে বাসনা-বাতাস।
পরদারা পরধন হরণে ব্যাকুল॥
বিহ্বল লালসা মদে সদা স্থূলে ভুল।
মোহ-মেঘ ক'রে আছে বিবেক আচ্ছন্ন॥
চেতনা চন্দ্রিকা ধাহে গুপ্ত প্রতিপন্ন।
দারাসুত সহ সমাবেশ সর্ব্বক্ষণ॥
চিত্তের কমলে মায়া হয় সঞ্চারণ।
মদেতে প্রমত্ত মন বিপদ্ ঘটায়॥
পরের সম্পদে সদা কাতর করায়।
ঈর্ষা হিংসা দ্বেষ মদে পূর্ণ এই দেশ॥
সকলে সমান নাই ইতর-বিশেষ।
গরিমা-গরলে গেল গুণের গৌরব॥
আপনি কৈবল্যধাম অপর রৌরব।
এইরূপ ষড়রিপু নিবারিত নহে॥
সোনার ভারতভূমি ভস্ম করি দহে।
যত লোক অলসে অবশ কলেবর॥
দরিদ্র পরের ছিদ্র সন্ধানে তৎপর।
নাহি মাত্র ঐক্য সখ্যভাবের সঞ্চার॥
হীন ধর্ম্ম কর্ম্ম মর্ম্ম গুপ্ত সবাকার।

BANGLADARSHAN.COM

কুকর্ম্মেতে শূন্য হয় ধনের ভাণ্ডার॥
সুকর্ম্মে মুদিত হস্ত কমল-আকার।
কোনমতে বৃদ্ধি যাহে হয় স্বীয় গর্ব্ব॥
করেন বিবিধ পর্ব্ব শ্রাদ্ধ আদি সর্ব্ব।
কিরূপ পাতক-বৃদ্ধি উৎসবের দিনে॥
হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হেতু যে হয় উদ্যোগ।
বালির সেতুর প্রায় সেই কর্ম্মভোগ॥
ধর্ম্ম-রক্ষা হেতু এক বিদ্যালয় আছে।
কত দিন প্রদেশ অস্থির হইয়াছে॥
অবশেষে ধনাভাবে হলো ছায়াবাজি।
বিপক্ষে দিতেছে গালি বলি ছুঁচোপাজি॥
ধর্ম্ম-সভাপতি সবে ধর্ম্ম-অধিকারী।
কি কর্ম্ম করিছে যত উত্তরাধিকারী॥
পিতা পৌত্তলিক পুত্র একেশ্বরবাদী।
নাম মাত্র মতাক্রান্ত সর্ব্বধর্ম্মবাদী॥
হিন্দু নাম ইঁহাদের হয়েছে কেমন।
নামেতে বিহঙ্গ মাত্র মরাল যেমন॥
ইঁহারা করেন ঘৃণা খৃষ্টিয়ানগণে।
কোকিল দোষেন যেন কাকের বরণে॥
এরূপেতে পুণ্যভূমি হলো ছারখার।
বিভুর করুণা বিনা রক্ষা নাই আর॥
ভারতের দশা হেরি বিদরে হৃদয়।
জননী-দুর্ভাগ্যে যথা তাপিত তনয়॥

BANGLADARSHAN.COM

রজনীতে ভাগীরথী

আহা মরি তরঙ্গিণী কিবা শোভা ধরেছ।
রজতরঞ্জিত সাটী অঙ্গ বেড়ি পরেছে॥
শূন্যপরে শশধরে হেমছটা ক্ষরিছে।
সুশীতল নিরমল কর দান করিছে॥
তটিনী-তরঙ্গে তারা কত রঙ্গে খেলিছে।
পবন-হিল্লোলযোগে ঘন ঘন হেলিছে॥
যেন কোন বিয়োগিনী নিদ্রাভরে রয়েছে।
স্বপ্নযোগে পতিলাভে প্রমোদিনী হয়েছে॥
হাস্যবশে সুবদন ঝলমল করিছে।
থর থর কলেবর নিথর শিহরিছে॥
দেখিয়া স্বভাব প্রিয়া নয়ন প্রকাশিছে।
দেখিয়া এ ভাব কিন্তু হৃদে লাজ বাসিছে॥

BANGLADARSHAN.COM

সেতার

কোথায় সেতার তার কোথায় সেতার।
কোথায় সেতার কথা কি কহিব আর॥
সেতার অনেক আছে সে তার ত নাই।
সেতার-বাদক বিনা সে তার কি পাই॥
সেতার সে তার ছিল তারে তারে তার।
এখন সেতার লাগে কেবল বে-তার॥
তারে দিব তারে হাত যদি পাই তারে।
নতুবা দুঃখের গীত কব তারে নারে॥
সঙ্গীত পলায় ছুটে না পেয়ে সোহাগ।
রাগ তার সঙ্গে যায় প্রকাশিয়া রাগ॥
মানের কে রাখে মান অভিমানে মরে।
তানা নানা সুরে তান তা না না না করে॥
ভূমে পোড়ে কাঁদে ঢোল কে আর বাজায়।
কড়া হয়ে কড়া তার সকল বা যায়॥
দউড় দউড় দেয় যুক্ত নয় সাজে।
হায় রে সে সাজ আর এখন কি সাজে॥
তবে যে ঢোলের শব্দ স্থানে স্থানে বাজে।
ঢোল নয় গোল মাত্র সে কেবল বাজে॥
মন্দিরে মন্দিরে পড়ি হইতেছে মাটী।
তাল হয়ে তালছাড়া সার হোল আঁটি॥
বেহালা বেহাল হয়ে ঘেরাটোপে কষা।
তন্ ভন্ স্বরে তায় রাগ ভাঁজে মশা॥
তান্পূরা আছে মাত্র তান পূরা নাই।
খরচ কে সাধে আর খরচ না পাই॥
যোয়ারি সোয়ার ছাড়া মরে অভিমানে।
এখন কে আছে ফের ফের দেয় কানে॥
জোয়ারির যোগে আর নাহি ক্ষরে মধু।
কাট বোয়ে কাট্ হয়ে ফেটে যায় কদু॥

BANGLADARSHAN.COM

প্রভাতে পদ্ম

সহস্রকরের করে, কিবা শোভা সরোবরে,
সে রূপের নাহি অনুরূপ।
নলিনী ফেলিয়া বাস, বিস্তার করিয়া বাস,
প্রকাশ করিছে নিজ রূপ॥
মাথার আঁচল খুলে, প্রিয়পানে মুখ তুলে,
হেসে হেসে কি খেলা খেলায়।
আহা কিবা মনোহর, দিবাকর দিয়া কর,
স্নেহে তার বদন মুছায়॥
নেচে নেচে ক্ষণে ক্ষণে, হেঁটমুখে পড়ে বনে,
মনে এই ভাবের আভাস।
কমলদলের তলে, রবি-ছবি জলে জলে,
বিদূরিত হতেছে বিলাস॥
দলগুলি উঠো উঠো, মুখখানি ফোটো ফোটো,
ছোট ছোট কমলের কলি।
মধুকর দলে দলে, সেই কলি-দলে দলে,
রতি-রসে মাতে কুতূহলী॥
মোহিত মধুর রসে, উড়ে গিয়ে ফুঁড়ে বসে,
এক ছেড়ে ধরে গিয়ে আর।
মধুলোভী মধুব্রত, পাইয়াছে সদাব্রত,
লুটিতেছে মধুর ভাণ্ডার॥

BANGLADARSHAN.COM

ফুল

একাবলি ছাঁদে তোমারে বলি।
শুন হে কোমল-কুসুম-কলি॥
কোলেতে পাইয়ে নায়ক অলি।
ভুলেছ সকল রসেতে ঢলি॥
জান না ত্বরিতে লাবণ্য তব।
বিগত হইবে সৌরভ সব॥
দল বাঁধিয়াছ খসিবে দল।
দলন করিবে চরণতল॥
ও শোভা চপলা প্রকাশ পায়।
ক্ষণেকে উদয় ক্ষণেকে যায়॥
যে রস কারণে গরব কর।
সে রস অচির বচন ধর॥
প্রভাত-শিশিরে করিয়ে স্নান।
সমীরে করিছ সুগন্ধ দান॥
সেই সমীরণ হরিয়ে প্রাণ।
করিবে তোমায় ধূলি সমান॥
সাবধান হও আসিছে কাল।
লূটিবে সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যজাল॥

BANGLADARSHAN.COM

কোন মোকদ্দমা উপলক্ষে

ফলে ইহা মিছে নয় কি হয় কি হয়।
কি হয় কি হয় কোর্টে সকলেই কয়॥
বাদী প্রতিবাদী আদি সাক্ষী সমুদয়।
চাহিয়া জজের মুখ সকলেই রয়॥
কেহ বলে এই হবে কেহ বলে নয়।
এইরূপ গোলযোগ কলিকাতাময়॥
কেহ বলে দুই পাঁচ কেহ বলে ছয়।
কেহ বলে তিন কাণা ছয় তিন নয়॥
কেহ বলে গ্রহভোগ নয় কেন নয়।
কেহ বলে দেখা যাবে পন্‌জুড়ি পয়॥
কেহ বলে চারদানা মন্দ অতিশয়।
কেহ বলে যুগ বাঁধা উপরেতে রয়॥
তার কাছে কাঁচা পাকা সব হবে ক্ষয়।
কেহ বলে দান ফেলে ঘরে গেলে জয়॥
কেহ বলে জয় জয় অজয় বিজয়।
কেহ বলে বৃথা বল হলো ক্ষর॥
ঘরে উঠে কেঁচে পাকা বড় শুভোদয়।
কেহ বলে কে বলিবে জয় পরাজয়।
যেখানেতে ধর্ম্ম আছে সেখানেই জয়॥

BANGLADARSHAN.COM

শাস্ত্র এবং শিক্ষা-বিভ্রাট

ভাবভরা ভারতের যশোজলাশয়।
কালরবি করে করে শুষ্ক সমুদয়॥
জলহীন মীন সম যত হিন্দুগণ।
জীবন জীবন করি হারায় জীবন॥
তৃষায় হইয়া কৃশা যায় মাতৃভাষা।
পুনর্ব্বার নাহি আর বাঁচিবার আশা॥
পণ্ডিতের মনে মনে বিষম বিলাপ।
একেবারে ঘুচিয়াছে শাস্ত্রের আলাপ॥
বিদ্যা সব লোপ হয় চর্চ্চা নাই তার।
মণিহারা ফণী প্রায় ধ্বনি মাত্র সার॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোনরূপে কেহ নাহি সমাদর করে॥
ধর্ম্ম যায় কর্ম্ম সহ দেশ পরিহরি।
মর্ম্মভেদ মজে বেদ মিছে খেদ করি॥
স্মৃতির বিস্মৃতি হেতু স্মৃতি হয় শেষ।
শ্রুতি আর শ্রুতিপথে করে না প্রবেশ॥
কুতর্কের তর্ক উঠে তর্কের বিচারে।
ন্যায় হয়ে ন্যায় ছাড়া থাকিতে কি পারে ?
তন্ত্রের স্বতন্ত্র তন্ত্র সে তন্ত্র কে জানে।
কাব্যের অধীন হয়ে কাব্য হয় গত॥
অলঙ্কার হইয়াছে অলঙ্কার-হত।
ভারতে না রহে আর ভারতের বাস॥
পুরাণ পুরাণ বলি করে উপহাস।
কেবা চলে শাস্ত্রপথে সবাই অচল॥
নাহি মন গীতায় কি তায় পাবে ফল।
কেমনে দেখিবে পথ দৃষ্টি আছে কার॥
একে সব ঘোর অন্ধ তাহে অন্ধকার।
সিন্ধুভরা আছে সুধা দেখে না চাহিয়া॥

BANGLADARSHAN.COM

জানায় সরল ভাব গরল খাইয়া।
দ্বেষাচার-মদে মত্ত দেশাচার হরে॥
কূটভরা কালকূট সুধা জ্ঞান করে।

ধন

মনোমুগ্ধ ধরাবাসী যত জীবগণ।
সদা ভাবে কোথা যাবে কোথা পাবে ধন॥
কিরূপে পাইবে টাকা তাই চিন্তা করে।
ভ্রমেও ভাবে না মনে বাঁচে কিংবা মরে॥
আপনার ভাল মন্দ কিছু নাহি বোঝে।
দিনরাত্রি এক ভাবে শুধু টাকা খোঁজে॥
ধনাগম-পিপাসায় প্রাণ যদি যায়।
নিরাশা-নদীর নীর তবু নাহি খায়॥
ধনের মহিমা সবে সদা গান করে।
কুকুর ঠাকুর হয় ধন পেলে পরে॥
বানরেতে বাবু হয় ধন হাতে পেলে।
মণি পেলে ফণী হন কুলীনের ছেলে॥
ধন যার আছে তার দোষে নাহি দোষ।
কোষ যত পূর্ণ হয় তত পরিতোষ॥
কুরূপ হইলে ধনী মদনের প্রায়।
স্বর্ণ তার স্বর্ণ প্রভা ব্যক্ত করে গায়॥
অপকর্ম্ম যত করে তত পায় যশ।
আশা পাশে বদ্ধ হয়ে লোকে হয় বশ॥
ভবের ভীষণ ভাব যায় নাহি বোঝা।
কেবা সাধু কেবা চোর কেবা বাঁকা সোজা॥
কার শিরে পড়ে গিয়ে কার তার বোঝা।
ফণী হয়ে দংশে কেবা কেবা হয় রোজা॥

BANGLADARSHAN.COM

কেবা করে অনুষ্ঠান কেবা করে যোগ।
কেবা করে আহরণ কেবা করে ভোগ॥
ভ্রমে ভুলে নাহি বুঝে বিয়োগ নীরোগ।
ভোগ হেতু যোগ বটে ফলে সেটা রোগ॥
রোগে আছে প্রতীকার ঔষধ প্রয়োগ।
এ রোগে ঔষধ মাত্র প্রাণের বিয়োগ॥
কে আর সাধন করে হয়ে রিপু-হারা।
পেলে ধন ছাড়ে বন তপোবন যারা॥
ধন ধন করি মন মত্ত সদা রয়।
মরণ নিকট অতি স্মরণ না হয়॥
ধন ধন ধন তুই ওরে বাপধন।
ধন আছে মনে বোধ হবে না নিধন॥
তৃষ্ণায় করুক বড় সমুদ্র শোষণ।
ধনতৃষ্ণা এক চোষে শোষে ত্রিভুবন॥
কোথা সেই জহ্নু মুনি কোথা তার পেট।
ধনতৃষী নিকটে করুক মাথা হেঁট॥
অর্থের ভিতরে অর্থ অনর্থের হেতু।
অসন্তোষ-সাগরের সেই মাত্র সেতু॥
তার পার যেতে আর নাহি পারে কেউ।
হেতু এই সেতু ফুঁড়ে উঠিতেছে ঢেউ॥
তৃষায় সুসার কর প্রাণপতি লোভ।
কিছুতেই তার আর মেটেনাকো ক্ষোভ॥
কুবেরের ধন যদি হস্তগত হয়।
তথাচ লোভের লোভ নিবারিত নয়॥
আরো বলে দেও দেও যত পার দিতে।
বিমুখ হব না আমি ত্রিভুবন নিতে॥
ওহে জীব ধনলোভে মোহিত হইলে।
এ ধন কোথায় রবে নিধন হইলে॥
নিধনের ধন যেই নিধনের ধন।
সে ধন সঞ্চয় কর ওরে বাছাধন॥

BANGLADARSHAN.COM

সাধ

সাধের কি সাধ কিছু স্থির ভাব নয়।
সুসাধে কখন মনে বিষাদ উদয়॥
প্রথমে দেখিতে সাধ নাহি ছিল যারে।
এখন দেখিতে মন সদা চায় তারে॥
সাধনা করিয়ে তারে না পূরিল সাধ।
চারিদিকে শত্রুগণে সাধে কত বাদ॥
আমার সাধনা তার ধরিয়া চরণে।
তবু তো সাধের নাহি সাধ মেটে মনে॥
কেমন সাধের ভাব বুঝিতে না পারি।
ধন্য সাধ তোর গুণে যাই বলিহারি॥
মনের মানুষ দেখে কত সাধ বাড়ে।
না হেরিলে নিরাশায় আশা বাসা ছাড়ে॥
সাধের প্রভাবে যেই সুখের উদয়।
ক্রোধের কটাক্ষে তার জীবন সংশয়॥
মিলনের আগে যারে করিয়া যতন।
নানা ছলে কৌশলে তুষেছে সদা মন॥
হিম শীত সমীরণ তপনের কর।
বরষার জলধারা সহ্য নিরন্তর॥
পদে পদে বিপদে করিয়া নিবারণ।
ক্রমে ক্রমে কালক্রমে হইল মিলন॥
নব অনুরাগে সুখে যায় কিছুকাল।
শেষেতে ধরিল ক্রোধ বিক্রমে বিশাল॥
কোনমতে প্রেম-পথে কণ্টক অর্পণ।
করিবারে প্রতিক্ষণ সদা প্রতীক্ষণ॥
ক্রোধ অনুরোধে ফুরাইয়া গেল সাধ।
উপনীত হইল বিষম অপবাদ॥
যার লাগি দুঃখভোগী ছিল আগে মন।
এখন বিমুখ তারে বৃথা অকারণ॥

BANGLADARSHAN.COM

এমন সাধের সাধ নাহি দেখি আর।
পরিহার সাধের চরণে নমস্কার॥

বুলবুল পক্ষীর যুদ্ধ

যেরূপেতে হয়েছিল পক্ষীর সমর।
কিঞ্চিৎ বৃত্তান্ত তার লিখি অতঃপর॥
ধনীর প্রধান পক্ষী ভূপতির ছিল।
হুন্‌রির হাতে পোড়ে রণে ভঙ্গ দিল॥
ঘাড়ের পালক তার করে তুলাধনা।
অধোমুখে রহে রাজ-পক্ষ যত জনা॥
সেই ভাল গত সম শাঁসে যায় কাটা।
অনায়াসে তারে ছাড়ে কি বুকের পাটা॥
বাবুর বেতাল পক্ষী অতিশয় রোষে।
সে তালে বানায়ে তাল নুটি ক’রে চোষে॥
তাল ঠুকে এসে তাল সাত তাল খায়।
তালকাণা হলো শেষ বেতালের ঘায়॥
একে একে রাজাজীর ভাল পাখী সব।
অপর পক্ষীর কথা কি কহিব আর॥
সমর করিল যেন অমর-কুমার।
হায় হায় কি লিখিব দে’খে হয় দয়া॥
সপ্তমী না হতে হতে হইল বিজয়া।
বাবুর দুধের শিশু গোটা দুই নয়া॥
করিয়াছে নৃপতির কুরুচের গয়া।
টাইম্‌ বাড়াতে ছিল বাসনা রাজার॥
পূর্ব্বের নিয়ম রক্ষা করা হলো ভার।
নিজ পাখী সকলের দেখিয়া সঙ্কট॥

BANGLADARSHAN.COM

দেড় ঘণ্টা আগে রাজা দিলেন চম্পট।
বসনে ঢাকেন মুখ চক্ষে বহে নীর॥
জুতা ফেলে ভিড় ঠেলে হলেন বাহির।
সহায় তাঁহার পক্ষে এসেছিল যারা॥
দুঃখ পেয়ে তারা সব বলবুদ্ধি-হারা।
ছোঁড়া বুড়া গোঁড়াগুলো ফেবাতাড়া খেয়ে॥
শিরে করে করাঘাত মনস্তাপ পেয়ে।
কেহ বা নয়নজলে ভিজাইল মাটী।
কেহ কারে বুঝাইয়া লয়ে যায় বাটী॥
বার বার তিনবার তাহে নাহি খেদ।
অবশ্য ভূপতি শেষ পড়িবেন বেদ॥

BANGLADARSHAN.COM

গগন-গুরু

ওহে জীবগণ, জগতে ভ্রমণ,
করিয়া কি লাভ কর।
মিছা ফেরে ফের, নাহি পাও টের,
কে আপন কেবা পর॥
কারে আমি কও, তুমি আমি নও,
যে আমি সে দেহ নয়।
নাহি জেনে সার, আমার আমার,
অভিমানে জীব কয়॥
এই কলেবর, নহে স্থিরতর,
ক্ষণে যায় ক্ষণে আসে।
পর বিভু যেই, অবিনাশী সেই,
নাহি নাশ দেহ-নাশে॥
যেমন আকাশ, সর্ব্বজনে বাস,
ভিতরে বাহিরে করে।
সকলেরি সহ, সম্বন্ধ বিরহ,
কিন্তু আছে চরাচরে
ঘটে ঘটাকাশ, গৃহে গৃহাকাশ,
স্বভাবতঃ মহাকাশ।
আত্মা সেইরূপ, হয়ে নানারূপ,
ব্রহ্ম হ'লে রূপ নাশ॥
কখন গগনে, আসি মেঘগণে,
আচ্ছাদিত করে তায়।
তাহে রবিকর, অতি মনোহর,
নানারূপ দেখা যায়॥
ফলে সেই ভাসে, না ভাসে আকাশে,
রূপ ধরে জলধরে।
বিমল গগন, যেমন তেমন,
সমভাবে ভাব ধরে॥

BANGLADARSHAN.COM

যেরূপ আকাশ, সহজ প্রকাশ,
নাহি ছোঁয় কভু কারে।
ঈশ্বর তেমন, দেহমাঝে রন,
নাহি ছোঁন তিনি তারে॥
এই কলেবর, হয় বহুতর,
সরু মোটা রাঙা কালো।
তাহে তিন কাল, বিশাল রসাল,
অতি মন্দ অতি ভালো॥
দেখ এ কি কল, ইহারা সকল,
আত্মারে ছুঁতে না পারে।
নিজে নিজ রূপ, অরূপ স্বরূপ,
বিরূপ কে করে তারে॥
সার প্রকরণ, শেখ প্রতিক্ষণ,
গগন-গুরুর কাছে।
ভেবে দেখ মনে, এ তিন ভুবনে,
হেন গুরু কেবা আছে॥

BANGLADARSHAN.COM

মনপথিক

হ্যাদে হে পথিক মন কোথা যাও একা।
ভ্রমের গহন বনে পাবে কার দেখা॥
আত্মতত্ত্ব জ্ঞান-পথ যত্ন করি ধর।
সার তত্ত্ব পরিহরি কার তত্ত্ব কর॥
অনিত্য সংসার সব অনিত্য এ দেহ।
নিত্য নয় নিত্য নয় নিত্য নয় কেহ॥
সৃজন-সংসার-হীন নিরঞ্জন যেই।
তত্ত্বের অতীত নিত্য সত্যরূপ সেই॥
কুসুমে যে হয় গন্ধের সঞ্চার।
আত্মারূপে দেহে তিনি সেরূপ প্রকার॥
গো-রসে জন্মায় ঘৃত কর্ম্মযোগ নানা।
আত্মারূপ পরমব্রহ্ম তত্ত্বে যায় জানা॥
যদ্যপি বাসনা কর আপনার হিত।
আত্মীয়তা কর তবে আত্মার সহিত॥
ঘরের ভিতরে দীপ তম করে দূর।
অনায়াসে দৃষ্ট হয় সদানন্দপুর॥
মুক্ত কর শম দম যুগল নয়ন।
আত্মধামে পাবে তবে আত্মদরশন॥
ভাবের উদয় হয় প্রণয়ের মুখে।
সমূহ সন্তোষ সদা নৃত্য করে সুখে॥
কেবল আনন্দ করে মন অধিকার।
আপনি আপন বোধ নাহি থাকে আর॥
সেই মাত্র মনে জানে লভ্য যার হয়।
সুখময় ব্রহ্মজ্ঞান ফুটিবার নয়॥
পক্ষিগণ দুই পক্ষ করিয়া বিস্তার।
গগনে বিশ্রাম করে যেরূপ প্রকার॥
বালকের যেইরূপ নিদ্রার প্রভাব।
যথার্থ জ্ঞানীর হয় সেইরূপ ভাব॥

BANGLADARSHAN.COM

তন্ত্রে বলে এই উক্তি যুক্তি-সিদ্ধ বটে।
সেই জানে সেই ভাব যার ঘটে ঘটে॥
তোমার যেমন ভাব ভাব সেই ভাবে।
অবশ্য ভাবের বলে ব্রহ্মপদ পাবে ॥
যেমন তেমন হয় তর্কে নাই ফল।
জ্ঞানেরে করিয়া সঙ্গে নিত্য-পথে চল॥

BANGLADARSHAN.COM